পবিত্র আত্মা আপনাকে পূর্ণ করেন

এই পাঠে আপনি শিখবেন

- অন্যেরা পূর্ণ হচ্ছে
- পবিত্র আত্মাকে স্বাগত জানান
- বিশ্বাস করুন ও গ্রহণ করুন
- পবিত্র আত্মার কাছে সমর্পিত হন

আপনার চিন্তার জন্য

ঈশ্বরের অনুসন্ধানকারীর জন্য এটা অবশ্য নিশ্চিত বিষয় যে পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হওয়া সম্ভব। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনার একটি অংশ যার সঙ্গে অন্য কিছু যোগ করা যায় না। এটি ঈশ্বরের একটি আত্মিক তত্ত্বাবধান যার ভিত্তি ও বৃদ্ধি যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে নিহিত। তাকে এটা অবশ্য বিশ্বাস করতে হবে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সঠিক। যতক্ষণ না তিনি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন আমার পরামর্শ তিনি যেন উপবাস প্রার্থনায় ও বাক্য পাঠে সময় কাটান। বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসে।

একজন মানুষ পূর্ণ বিশ্বাস করার পর তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পারেন, অবশ্য তাকে তা পাবার জন্য আকাঙ্খী থাকতে হবে। একজন আগ্রহী অনুসন্ধানকারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি কি আত্মাকে গ্রহণ করতে চান? যিনি পবিত্রতায়, নম্রতায়, জ্ঞানে ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ, তিনি আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও আপনার জীবনে প্রভু হতে চান। আপনি কি নিশ্চিত হয়ে আপনার স্বত্বাকে অন্যের হাতে সমর্পণ করতে চান এবং তার লিখিত বাক্যের প্রতি বাধ্য থাকতে চান? তিনি আপনার ব্যক্তি জীবনের পাপ তিনি সহ্য করবেন না, আত্ম-প্রেম পছন্দ করবেন না, আপনার অহঙ্কার তিনি সহ্য করবেন না। তিনি আপনার জীবনের সর্ব্বময় ক্ষমতা ও অধিকার গ্রহণ করবেন যেন শৃংখলার সঙ্গে আপনাকে গঠন করতে পারেন। তিনি আপনার জীবন থেকে আপনার নিজের ভাললাগা এমন কতগুলি বিষয় কেড়ে নেবেন যা আপনার আত্মাকে গোপনে ক্ষতি করে চলছিল। যতক্ষণ না এ প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার জীবনে হ্যাঁ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আপনি পূর্ণ হতে চান না। আপনি হয়তো উৎসাহিত হতে চান, বিজয় দেখতে চান, বা তাঁর শক্তি পেতে চান কিন্তু আসলে আপনি আত্মায় পূর্ণ হতে চান না।

* মিঃ এ ডব্লিউ টোজারের "কি টু দি ডিপার লাইফ" বই থেকে অনুমোদন সাপেক্ষে সংক্ষিপ্ত ভাবে গৃহীত।

অন্যেরা পূর্ণ হচ্ছে

আপনি কি জানেন পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঈশ্বর যেভাবে সমস্ত মানুষের উপর তাঁর আত্মা ঢেলে দিয়েছিলেন বর্তমানে তার থেকে আরও বেশী দিচ্ছেন? যোয়েল ভাববাদীর কথা তখন আংশিক ভাবে পূর্ণ হয়েছিল, এখন আরও ব্যাপক ভাবে পূর্ণ হচ্ছে।

(প্রেরিত ২ঃ১৭ শেষকালে এইরূপ হইবে; ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি মর্ত্যমাত্রের উপরে আপন আত্মা সেচন করিব।

৩০০ শতাব্দি থেকে ১৯০০ শতাব্দি পর্যন্ত কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে বা দলগত ভাবে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণতা লাভ করছিলেন। আগষ্টিন জেভিয়ার জিন-জেনডোরফ ও ফিনি, এ ছাড়া অনেক মেথোডিষ্ট, কোয়েকার্স ও ধর্মীয় অনেক নেতারাও পবিত্র আত্মার এই অভিজ্ঞতা লাভ করে ছিলেন।

১৯০০ শতাব্দির শুরুতে ঈশ্বর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাঁর সন্তানদের জীবনে পবিত্র আত্মার বর্ষণ আরম্ভ করেছিলেন। সেখান থেকে আত্মিক উদ্দিপনা শুরু হয়েছে। পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় বিশ্বাসী, মণ্ডলী সমূহের গণনায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা ১৫০,০০০,০০ জন। এ ছাড়া ক্যাথলিক, লুথারেন, এপিসকোপালিয়ান, প্রেসবেটারিয়ান, ম্যাথডিস্ট, ব্যাপটিস্ট ও অন্যান্য মণ্ডলীর হাজার হাজার লোক পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছেন।

কারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হচ্ছেন? যারা ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। দেহের চাইতে আত্মার ক্ষুধার গুরুত্ব আরো বেশী তাই অনেকে খাবার না খেয়ে প্রার্থনায় সময় কাটিয়ে থাকেন।

গীতসংহিতা ৪২ঃ২ জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত।

যোহন ৭ঃ৩৭-৩৯ যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক। যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন।

পবিত্র আত্মা তাদের পরিপূর্ণ করেন যারা তাদের জীবনে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিতে চান। তারা তাদের মন, আবেগ, ইচ্ছা ও দেহ সমর্পণ করেন যেন ঈশ্বর তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার করণীয়

১। প্রেরিত ২ঃ ১৭ পদ মুখস্থ করুন।

পবিত্র আত্মাকে স্বাগত জানান

যখন আপনার কোন প্রিয় বন্ধু আপনার বাড়ীতে বেড়াতে আসবেন বলে জানতে পারেন, তখন আপনি কি করেন? আপনি নিশ্চয় আপনার গৃহ পরিষ্কার করে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আপনার বন্ধু পবিত্র আত্মা আপনার মধ্যে আসতে চান ও আপনাকে পূর্ণ করতে চান। স্যালভেশন আর্মির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম বুথ লিখেছিলেন ঃ

"আত্মার পবিত্র অগ্নিতে বাপ্তিস্মের জন্য নত হবার আগে.....ভাল করে লক্ষ্য করুন যাকে চাইছেন সেই পবিত্র আত্মার সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপনার

সম্পূর্ণ মিল আছে কিনা। যে পাত্র বা যে মাধ্যমটি অবগাহনের জন্য ঈশ্বর ব্যবহার করবেন সেটি ঠিকমত খোলা আছে কিনা। এমন একদল লোকের কথা আমি শুনেছি, যারা জল পাবার চেষ্টা করছিল..... .....বার বার কল ঘুরিয়েও তাতে লাভ হয়নি, চৌবাচ্চার কানেকশন লাইনটি ঠিকই ছিল অথচ জল নাই। শেষ পর্যন্ত কলের কানেকশন্ লাইনটি তারা খুলে ফেললেন। দেখা গেল সেখানে একটি ইঁদুর ঢুকে আছে। কল ঘুরালে লাভ নাই। ধন্যবাদ, প্রার্থনা ও বিশ্বাসে ফল হবে না যে পর্যন্ত আপনি আপনার গোপন বিষয়টি ত্যাগ না করছেন। হৃদয়ের সমস্ত অলি-গলি খুলে দিন। সমস্ত বাধা বা অন্তরায় দূর করে ফেলুন। আপনার ও ঈশ্বরের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ স্থাপন করুন। দেখবেন, প্রার্থনা শেষ করে উঠবার আগেই আপনার হৃদয় আত্মার বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাবে। জগতে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হবে ও ঈশ্বরও মহিমান্বিত হবেন।"

আপনার করণীয়

২। এই অংশটুকু আবার পাঠ করুন এবং ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি আপনার বাধা-গুলিকে দেখিয়ে দেন।

বিশ্বাস করুন ও গ্রহণ করুন

বিশ্বাসে যেমন ভাবে আপনি পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পাবেন। কেবল মাত্র তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করতে হবে এবং যে দান তিনি দিতে চান তা গ্রহণ করতে হবে। এখানে কতগুলি প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে যা আপনাকে বিশ্বাস ও গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। এগুলি আপনার জন্য তা মুখস্থ করুন ও বার বার বলুন। যখন আপনি এর সত্য বুঝতে সক্ষম হবেন, তখন ঈশ্বরের এই দান গ্রহণ করতে সহজ হয়ে উঠবে।

লূক ১১ঃ ৯, ১১-১৩ যাচ্না কর তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ কর পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।..... .....তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যাহার

পুত্র রুটি চাহিলে, তাহাকে পাথর দিবে? কিম্বা মাছ চাহিলে মাছের পরিবর্তে সাপ দিবে, কিম্বা

ডিম চাহিলে তাহাকে বৃশ্চিক দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্না করে তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন, তাঁর নিকট কোন কিছু যাচ্না করতে ভীত হবেন না। যখন পবিত্র আত্মা আপনার নিকট আসেন তখন ভয় পাবেন না। ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন, আপনি তাঁর সন্তান। তিনি মাছের পরিবর্তে সাপ দেবেন না।

(প্রেরিত ২ঃ৩৮-৩৯ মন ফিরাও এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপ মোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও, তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ডাকিয়া আনিবেন।

(প্রেরিত ৫ঃ৩২ এই সকল বিষয়ের আমরা সাক্ষী এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবহদিগকে দিয়েছেন, সেই পবিত্র আত্মাও সাক্ষী।

কোন একটি দান পেতে হলে দানটি নিজের বলে বিশ্বাস করতে হয়, পরে দাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে হাত পেতে নিতে হয়। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাও একই। যাচ্‌না করুন। এরপর, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করুন। বিশ্বাস করুন পবিত্র আত্মা আপনাকে পূর্ণ করবার জন্য এসেছেন। তাঁর কাছে আপনার সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্খা সমর্পণ করুন ও আপনার হৃদয়ের প্রধান আসনটি তাঁকে ছেড়ে দিন। এই কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র আত্মা আপনাকে পূর্ণ করবেন ও আপনি তাঁর পুণ্য উপস্থিতি অনুভব করতে পারবেন।

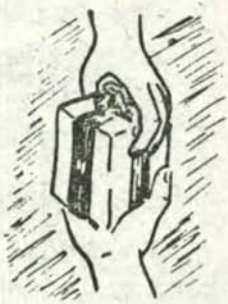

গালাতীয় ৩ঃ২, ১৪ তোমরা কি ব্যবস্থার কার্য্যহেতু আত্মাকে পাইয়াছ............না বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবন হেতু ?.........আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।

আপনার করণীয়

৩। প্রেরিত ২ঃ৩৮-৩৯, প্রেরিত ৫ঃ৩২, লূক ১১ঃ৯, ১১-১৩ মুখস্থ করুন এবং আপনার নিজের জন্য দাবী করুন।

পবিত্র আত্মার কাছে সমর্পিত হন

আপনি চান পবিত্র আত্মা আপনাকে পূর্ণ করেন, যেন তিনি পরিচালনা দিতে পারেন, আপনার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করতে পারেন, যখন আপনি সাক্ষ্য উপস্থিত করেন, তিনি বাক্য দিয়ে সাহায্য করেন এবং অলৌকিক কাজের ক্ষমতায় বিশ্বাস দান করেন। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের মধ্যদিয়ে এই প্রকার জীবনের সূত্রপাত হয়। এটা একটা দরজার মতো যার মধ্য দিয়ে আপনি আত্মায় পরিপূর্ণ জীবন ও আত্মার নিয়ন্ত্রিত জীবনে প্রবেশ করেন। যখন আপনি পূর্ণ সমর্পণের জীবনে প্রবেশ করেন তখন পবিত্র আত্মার নিকট আপনার মন, আবেগ, ইচ্ছা ও দেহ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন।

অনেক সময় পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবার জন্য অনেকে হাত তুলে সমর্পণের বিষয় প্রকাশ করেন এবং পবিত্র আত্মাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আহ্বান জানান। আবার কেউ সমর্পণের গান করতে করতে আত্ম সমর্পণ করেন।

আপনার করণীয়

৪। চারটি বিষয়ের নাম করুন যা পবিত্র আত্মার নিকট আত্ম সমর্পণ করতে হবে

যেন তিনি আপনার জীবনকে তাঁর পথে পরিচালিত করতে পারেন।

.....

.....

আপনার মন সমর্পন করুন

পবিত্র আত্মা আসেন আপনাকে প্রার্থনায় ও সাক্ষ্যদানে সাহায্য দিতে। ধন্যবাদ ও প্রার্থনার বিষয় আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া তাঁরই কাজ। এটা তাঁর কাছ থেকে আপনি আশা করতে পারেন। পবিত্র আত্মার বাধ্য হন। তিনি নিজেই আপনার মধ্যদিয়ে প্রার্থনা করবেন। আপনার নিজের ভাষায় বা তাঁর পছন্দ মত যে কোন ভাষায় তিনি এই কাজ করতে পারেন।

আপনার আবেগানুভূতি সমর্পণ করুন

আপনার আবেগানুভূতি আপনারই একটি অংশ। এই অংশটি পবিত্র আত্মার হাতে সমর্পণ করুন। প্রার্থনার সময় অনেককে কাঁদতে দেখা যায়। এধরণের অনুভূতি

আসলে বাধা দেবেন না। অবিশ্বাস, সন্দেহ, কঠিনতা, অহঙ্কার ও প্রতিরোধের মনোভাবগুলি ভেঙ্গে ফেলবার জন্য পবিত্র আত্মা এভাবে কাজ করতে পারেন। তাঁকে কাজ করতে দিন। তিনি আপনাকে চেতনা দিতে ও সমস্ত

মলিনতা থেকে আপনাকে শুচি করতে চান। তাঁর মনের মত করে আপনাকে গড়তে চান। আপনার যে আত্মীয়েরা পাপের মধ্যে রয়েছেন, তাদের জন্য কাঁদুন। কোটি কোটি আত্মা যারা আজও যীশুকে জানেনা তাদের জন্য চোখের জল ফেলুন। পবিত্র আত্মা অনেককে রক্ষা করবার জন্য আপনার মধ্যদিয়ে এভাবে কাজ করবেন।

পবিত্র আত্মা যখন আপনার জীবনকে পূর্ণ করেন তখন তিনি আপনার অন্তরে এমন ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারেন যে আপনি সর্বান্তকরণে শুধু তাঁরই প্রশংসা ও আরাধনা করবেন। অথবা আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে শুধু হাসতে থাকবেন। আপনার অনুভূতি যাই হোক না কেন, আত্মার প্ররিরোধ করবেন না সামনে এগিয়ে চলুন।

১ পিতর ১ঃ ৮ তোমরা গৌরব-যুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ যা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

রোমীয় ১৪ঃ ১৭ কারণ ঈশ্বরের রাজ্য.....
.....ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।

মনে রাখবেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন ভাবে এসে থাকে। কেউ কেউ কোন আবেগ অনুভব করেন না যখন তারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হন। এ জন্য আপনি বিচলিত হবেন না বা ভাবাবেগের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবেন না। বেঞ্জামীন এ, বুয়ার বলেছেন ঃ

"কি পরিমাণ আশীর্বাদ পেলেন তা ভাবাবেগ দ্বারা নয়, আপনার হৃদয়ে বিশ্বাসের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। পবিত্র আত্মা আপনার অন্তরে তাঁর মহাপরাক্রমের কাজ সাধন করতে পারেন অথচ আপনার দেহ হয়ত কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে না। তবে একথা ঠিক যে আত্মাপূর্ণ লোকের হৃদয় সব সময় বিশ্বাস ও প্রেমে পূর্ণ থাকবে।"

আপনার ইচ্ছাশক্তি সমর্পণ করুন

পবিত্র আত্মাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আপনি চান যেন তিনি আপনার হৃদয়ে আসেন ও আপনার জীবন পরিচালনার ভার নেন। কিভাবে এই কাজ করতে হবে তা তিনিই জানেন। তাঁর ইচ্ছামত তাঁকে কাজ করতে দিন। বাধা দেবেন না। 'লোকে কি মনে করবে'—এই ভয়ে অনেকে পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ করেন। লোকেরা যীশুকে ও পৌলকে পাগল আখ্যা দিয়েছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যরাও মাতাল আখ্যা

পেরেছিলেন। আত্ম স্বচেতনতা (লাজ লজ্জা, ভয় ইত্যাদি) দূরে ফেলে দিন ও ঈশ্বরের আত্মাকে কাজ করতে দিন।

আপনার দেহ সমর্পণ করুন

পবিত্র আত্মা আপনার মন, আপনার ইচ্ছাশক্তি ও আবেগানুভূতির ন্যায় আপনার দেহকে পূর্ণ করতে চান। আপনি পবিত্র আত্মার শক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি আপনাকে তাঁর শক্তি অনুভব করতে দেবেন।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর এই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। বাইবেলের যুগেও এর নজির আমরা দেখি। মোশি 'ভীত' হয়ে পড়েছিলেন। দানিয়েল মাটির উপর মরার মত পড়েছিলেন। দায়ূদ ঈশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে আনন্দে নৃত্য করছিলেন। খোড়া লোকটি সুস্থ হয়েছিল বলে আনন্দে লাফাতে লাফাতে ঈশ্বরের গৌরব করেছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে ১২০ জন শিষ্য পর ভাষায় ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসা করেছিলেন। আত্মা তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মুখে ভাষা যুগিয়েছিলেন।

বাইবেল বলে—জিভ দমন করা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন। আমাদের যা বলা উচিৎ না সেগুলি আমরা সহজে বলি, অথচ যা বলা উচিৎ তা বলতে ইতস্ততঃ করি। আসুন আমরা আমাদের জিভ পবিত্র আত্মার হাতে সমর্পণ করি, যেন তিনি তা ঈশ্বরের গৌরবার্থে ব্যবহার করেন। এক নূতন ও অজানা ভাষায় ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসার দ্বারা প্রমাণিত হয়, পবিত্র আত্মা কর্তৃক গ্রহণ করছেন ও আমাদের জিভকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

এই কাজ সকলের মধ্যে একইভাবে হয় না। অনেকে প্রথম বারেই পরিষ্কার ভাবে অন্য ভাষায় কথা বলেন। তারা সহজে তাদের জিভ পবিত্র আত্মার হাতে ছেড়ে দিতে পারেন।

আবার অনেকে আছেন, যারা আস্তে আস্তে আত্মার হাতে সমর্পিত হন। নিজের ভাষায় প্রার্থনার চেষ্টা তাদের জিভ জড়তার সৃষ্টি করে। অনেক সময় পর্যন্ত তারা অস্পষ্টভাবে শব্দ করেন বা তোতলাতে থাকেন। অনেকে আবার ছোট শিশুর মত কোন একটি শব্দের অংশমাত্র নিয়ে বার বার উচ্চারণ করেন। প্রার্থনায় যতই আপনি নিজেকে আত্মার হাতে সমর্পণ করতে শিখবেন ও আপনার জিভের নিয়ন্ত্রণ ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দেবেন, ততই পরিষ্কারভাবে অপর ভাষায় প্রার্থনা করতে পারবেন।

কোন কোন লোককে পবিত্র আত্মার এমন একটি বিশেষ শব্দ বা কতগুলি বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করতে বলেন যার অর্থ তাদের অজানা। আত্মার বাধ্য হয়ে শব্দগুলি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের জিভের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেন ও তারা পর ভাষায় প্রার্থনা করতে পারেন।

নীচে রবার্ট ডব্লিউ কামিংস নামক এক মিশনারীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হ'ল। ইনি অনেকদিন যাবৎ ভারতে মিশনারীর কাজ করছেন।

> আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করছিলাম, বলছিলাম "প্রভু তোমার গৌরব হোক।" হঠাৎ ঈশ্বর আমাকে চেতনা দিয়ে বললেন, "তুমি কি সত্যি আমার গৌরব চাও, না নিজের আশীর্বাদের জন্য কথাগুলি বলছ?"..... মিটিংয়ে ফিরে এসে তিনি যেভাবে শিখিয়েছিলেন ঠিক সেভাবে প্রার্থনা করতে লাগলাম ..... । এবার আমার প্রার্থনা ছিল "হে প্রভু, এই সভায় তোমার প্রত্যেক সন্তানের জীবনে ও আমার জীবনে গৌরবান্বিত হও।"
>
> সমস্ত সরলতার সঙ্গে প্রার্থনা আরম্ভ করতেই এক মর্মভেদী দুঃখের ভার আমার হৃদয়ে নেমে এল। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, এই ভাব আমার নিজের তরফ থেকে নয়, ঈশ্বরের থেকেই এসেছে।

আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। ঈশ্বর কত মহান ও প্রেমময় তবুও মানুষ তাঁকে অবহেলা করে, তাঁর প্রাপ্য তাঁকে দেয়না, এই চিন্তা আমাকে ব্যথিত করে তুললো। আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

এভাবে ঈশ্বরের মহত্ব ও তাঁর গৌরবের জন্য তীব্র ও জ্বালাময়ী অনুভূতি কেটে যাবার পর অন্তরে এক অপার্থিব শান্তি ও মুক্তির আনন্দ নেমে এল। মনে হ'ল ঈশ্বরের প্রেমের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। এত আনন্দ, যে আনন্দের অতিশয্যে আমি হাসতে লাগলাম। সমস্ত সন্দেহ, ভয়, শয়তান ও মানুষের শত্রুতা, নানা সমস্যা, জটিলতা ও দুশ্চিন্তার প্রতি উপেক্ষার হাসি হাসতে লাগলাম। মনে হ'ল, আমি এসব বিষয়ে বিজয়ী থেকে অধিক বিজয়ী হয়েছি।

আত্মা আমাকে প্রশংসা করতে শেখালেন, ঈশ্বরের পবিত্রতা, তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, তাঁর ধার্মিকতা ও তাঁর গুণবত্তার জন্য অনেকক্ষণ ধরে প্রশংসা করতে

থাকলাম। এরপর খ্রীষ্টের রাজ্যে জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মার ঐকান্তিক বাসনার বিষয় তিনি আমাকে বুঝতে সাহায্য করলেন। আহা! আমরা যদি একবার তাঁর এই আকাঙ্খা উপলব্ধি করতে পারতাম। খ্রীষ্টকে মুকুটে ভূষিত দেখতে, তাঁকে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করাতে আত্মার কতই না আকুলতা।

এরপর, তিনি আমাকে বুঝতে দিলেন কিভাবে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা সিদ্ধ হয় এই তিনি চান। "যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতেও" তাঁর ইচ্ছা সিদ্ধ হয় এই তিনি চান। তিনি আমাকে বুঝালেন, আমায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমার দেহ, আমার সবই তাঁর গৌরবার্থে সৃষ্ট।

আমার মনে হচ্ছিল, এক প্রচণ্ড শক্তি আমার উপর অবস্থান করছে.....এমন এক শক্তি বা জীবন্ত, বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ও অসীম.....তবুও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে নারাজ। আমার ইচ্ছার সঙ্গে সহযোগীতা করে কাজ করাই তাঁর লক্ষ্য।

তার পর তিনি সরল ভাবে বুঝতে দিলেন যে তিনি আমার বাক্‌শক্তিকে তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে চান। তিনি চান যেন খ্রীষ্ট যিনি ঈশ্বরের

মেষ শাবক, যিনি সকলের পাপ ভার নিয়ে যান, যিনি আরোগ্যকারী, যিনি পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে বাপ্তিস্ম দেন ও আসন্ন মহান রাজা, তিনি যেন আমার জীবনে গৌরবান্বিত হতে পারেন।

এরপর তিনি আমাকে বুঝতে দিলেন, তিনি আমার জিভ ব্যবহার করতে চান। তিনি চান আমার জিভের সাহায্যে ধন্যবাদ প্রশংসা করাতে। যখনই আমি আমার জিভ তাঁর কাছে সমর্পণ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ও অজানিত ভাষায় তিনি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করতে আরম্ভ করলেন। কেন এই কাজ তিনি করলেন, জানি না। কেবল এটুকু জানি আমার জিভের সাহায্যে যে শব্দগুলি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন সেগুলি ছিল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত নানা নিগূঢ়তত্ব। আত্মাই আমাকে তা বুঝতে দিয়েছিলেন; তিনি নিজ মন্দিরে এসেছেন; তাঁর পুণ্য উপস্থিতিতে ভরে দিয়েছেন; সেখানে তাঁর আশীর্বাদের মহা বান ডেকেছে; এই সত্যের নিশ্চিত প্রমাণ বা মুদ্রাঙ্ক স্বরূপ তিনি আমার জিভ

গ্রহণ করলেন ও তাঁর দেওয়া ভাষা—যা আমার জ্ঞানের ও শক্তির সম্পূর্ণ বাইরে—এমন এক ভাষায় ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রশংসা করতে লাগলেন।

ঈশ্বর, যার সৃষ্ট দু'টি পাতা কখনও এক হয় না; তিনি যেভাবে চান, ঠিক সেভাবে আপনাকে পূর্ণ করবেন। কোন কোন লোক পরিত্রাণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অবগাহন পায় আবার অনেকে বহুক্ষণ প্রার্থনা করবার পর পায়। কেহবা হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে করতে পায়, অনেকে দাঁড়িয়ে বা বসে প্রার্থনা করতে করতে পায়। কেউ প্রার্থনা সভায় বসে পায়, কেউবা একাকী গান গাইতে গাইতে, বাইবেল পড়তে পড়তে বা রাস্তায় চলতে চলতে ঈশ্বরের প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর ধন্যবাদ করতে করতে পায়।

হতে পারে আপনি আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন, তবে পরিপূর্ণরূপে নয় যেভাবে আপনি হতে চান। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টিয়ানরা যা করতেন তাই করুন। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ুন। অবিরত আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকুন।

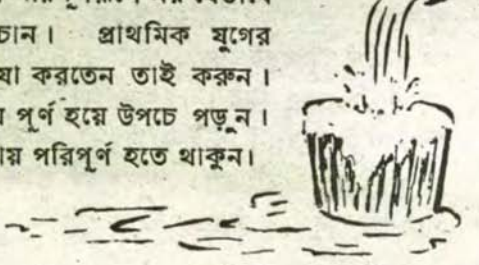

আপনি দেখেছেন অন্যেরা কি ভাবে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হচ্ছেন। ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন না অন্যের জন্য যা করেছেন আপনার জন্যও তিনি তা করবেন। কতদিন আপনি যীশুকে গ্রহণ করেছেন, আপনি কে, কি করেন, এগুলি আসল বিষয় নয়। আসল বিষয় আপনার মনোভাব। ঈশ্বরকে পাবার জন্য আপনার আকাঙ্খা বা তৃষ্ণা; তাঁর বাধ্য হবার ইচ্ছা ও তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস। তাঁর কাছে আত্ম সমর্পণ করুন ও যেখানে যেভাবে আছেন সেখানে সেই অবস্থায় তাঁর আত্মায় পূর্ণ হন।

আমরা আপনার জন্য প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। যা শিক্ষা লাভ করেছেন তা অভ্যাস করুন।

কলসীয় ১ঃ৯-১১ আমরা তোমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করি, তোমরা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে, তাঁহার ইচ্ছার তত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হও, আর তদ্দারা প্রভুর যোগ্যরূপে সর্ব্বোত ভাবে প্রীতি-জনক আচরণ কর। সমস্ত সৎকর্মে ফলবান ও ঈশ্বরের তত্বজ্ঞানে বৃদ্ধিষ্ণু হও। আনন্দের সহিত সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশার্থে তাঁহার প্রতাপের পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হও।

আপনার করণীয়

৫। এখনই প্রার্থনা করুন। উদ্ধৃত প্রতিজ্ঞা যা আপনি মুখস্থ করেছেন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। পবিত্র আত্মার জন্য ধন্যবাদ দিন। পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করুন আপনার জীবনের এবং তাঁর নিকট আত্ম সমর্পণ করুন।

৬। আপনি এখন ৪-৬ষ্ঠ পাঠের ছাত্র রিপোর্টের বাকী শেষ অংশের কাজ করতে প্রস্তুত। এই পাঠগুলি আবার দেখে নিয়ে ছাত্র রিপোর্টের নির্দেশ মত কাজ করুন। শিক্ষকের নিকট উত্তর পাঠাবার সময় তাকে আর একটি কোর্স পাঠাতে বলুন।

আপনার উত্তর

৪। মন, আবেগ, ইচ্ছা, দেহ

অভিনন্দন

আপনি এই কোর্সটি সমাপ্ত করেছেন। আমরা আশা করি এর মাধ্যমে আপনি বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছেন। ছাত্র রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশ পূর্ণ করে উত্তর পত্রটি শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিন। উত্তর পত্র দু'টি পাওয়া মাত্র সেগুলি পরীক্ষা করে আপনাকে এই কোর্সের উপর একখানি সার্টিফিকেট বা উপহার পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

—সমাপ্ত—